

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব ওপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে **শিক্ষা**। শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীবসত্তার ঘরেও সে কাজ করে; ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা, তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায়, শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় দিকও আছে। **আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক।** সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আনন্দন করা যায়। শিক্ষার এ দিকটা যে বড়ো হয়ে ওঠে না, তার কারণ ভুল শিক্ষা ও নিচের তলায় বিশৃঙ্খলা জীবসত্তার ঘরটি এমন বিশৃঙ্খল হয়ে আছে যে, হতভাগ্য মানুষকে সব সময়ই সে সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। ওপরের তলার কথা সে মনেই আনতে পারে না। অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি। ধনী-দরিদ্র সকলেরই অন্তরে সেই একই ধ্বনি উদ্ভিত হচ্ছে : চাই, চাই, আরও চাই। তাই অনন্যচিন্তা তথা অর্থচিন্তা থেকে মানুষ মুক্তি না পেলে, **অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়**- একথা মানুষকে ভালো করে বোঝাতে না পারলে মানবজীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারবে না। ফলে শিক্ষার সুফল হবে ব্যক্তিগত, এখানে সেখানে দু'একটি মানুষ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করতে পারবে, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যাবে।

তাই অনন্যচিন্তার নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার যে চেষ্টা চলেছে তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে সে চেষ্টাও মানুষকে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় না। কারারুদ্ধ আহরতপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু? **প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলে আলো হাওয়ার স্বাদবঞ্চিত মানুষ কারাগারকেই স্বর্গতুল্য মনে করে।** কিন্তু তাই বলে যে তা সত্য সত্যই স্বর্গ হয়ে যাবে, তা নয়। বাইরের আলো হাওয়ার স্বাদ পাওয়া মানুষ প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলেও কারাগারকে কারাগারই মনে করবে, এবং কী করে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তাই হবে তার একমাত্র চিন্তা। আকাশ-বাতাসের ডাকে যে পক্ষী আকুল, সে কি খাঁচায় বন্দি হবে সহজে দানাপানি পাওয়ার লোভে? অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়, এই বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই সেখানে মুক্তি নেই। মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে এই মুক্তির দিকে লক্ষ রেখে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষটিকে তৃপ্ত রাখতে না পারলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না বলেই ক্ষুৎপিপাসার তৃপ্তির প্রয়োজন। একটা বড়ো লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই অন্নবস্ত্রের সমাধান করা ভালো, নইলে আমাদের বেশি দূর নিয়ে যাবে না।

তাই মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। একটি অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা, আরেকটি শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ানোর সাধনা। এ উভয়বিধ চেষ্টার ফলেই মানবজীবনের উন্নয়ন সম্ভব। শুধু অন্নবস্ত্রের সমস্যাকে বড়ো করে তুললে সুফল পাওয়া যাবে না। আবার শুধু শিক্ষার ওপর নির্ভর করলে সুদীর্ঘ সময়ের দরকার। মনুষ্যত্বের স্বাদ না পেলে অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েও মানুষ যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকতে পারে; আবার শিক্ষাদীক্ষার মারফতে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলেও অন্নবস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব নয়।

কোনো ভারি জিনিসকে ওপরে তুলতে হলে তাকে নিচের থেকে ঠেলতে হয়, আবার ওপর থেকে টানতেও হয়; শুধু নিচের থেকে ঠেললে তাকে আশানুরূপ ওপরে ওঠানো যায় না। মানব উন্নয়নের ব্যাপারে শিক্ষা সেই ওপর থেকে টানা, আর সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থা নিচের থেকে ঠেলা। অনেকে মিলে খুব জোরে ওপরের থেকে টানলে নিচের ঠেলা ছাড়াও কোনো জিনিস ওপরে ওঠানো যায়- কিন্তু শুধু নিচের ঠেলায় বেশিদূর ওঠানো যায় না। তেমনি আশ্রয় প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষার দ্বারাই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব, কিন্তু শুধু সমাজ ব্যবস্থার সুশৃঙ্খলতার দ্বারা তা সম্ভব নয়। শিক্ষাদীক্ষার ফলে সত্যিকার মনুষ্যত্বের ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' কথাটা বুলিমাাত্র, সত্য। লোভের ফলে যে মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে, অনুভূতির জগতে সে ফতুর হয়ে পড়ে, শিক্ষা মানুষকে সে-কথা জানিয়ে দেয় বলে মানুষ লোভের ফাঁদে ধরা দিতে ভয় পায়। ছোটো জিনিসের মোহে বড়ো জিনিস হারাতে যে দুঃখ বোধ করে না, সে আর যাই হোক, শিক্ষিত নয়। শিক্ষা তার বাইরের ব্যাপার, অন্তরের ব্যাপার হয়ে ওঠে নি। লেফাফাদুরন্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়। শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ

সৃষ্টি; জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় হিসেবেই আসে। তাই যেখানে মূল্যবোধের মূল্য পাওয়া হয় না, সেখানে শিক্ষা নেই।

শিক্ষার মারফতে মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়; তথাপি অনবস্থের সুব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়। তা না হলে জীবনের উন্নয়নে অনেক বিলম্ব ঘটবে। মনুষ্যত্বের তাগিদে মানুষকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা ভালো; কিন্তু প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি না পেলে মনুষ্যত্বের আহ্বান মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছতে দেরি হয় বলে অনবস্থের সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজন। পায়ের কাঁটার দিকে বারবার নজর দিতে হলে হাঁটার আনন্দ উপভোগ করা যায় না, তেমনি অনবস্থের চিন্তায় হামেশা বিব্রত হতে হলে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই দু দিক থেকেই কাজ চলা দরকার একদিকে অনবস্থের চিন্তার বেড়ি উন্মোচন, অপরদিকে মনুষ্যত্বের আহ্বান, উভয়ই প্রয়োজনীয়। নইলে বেড়িমুক্ত হয়েও মানুষ ওপরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করবে না, অথবা মনুষ্যত্বের আহ্বান সত্ত্বেও ওপরে যাওয়ার স্বাধীনতার অভাব বোধ করবে, পিঞ্জরবদ্ধ পাখির মতো উড়বার আকাঙ্ক্ষায় পাখা ঝাপটাবে, কিন্তু উড়তে পারবে না।

শব্দার্থ ও টীকা

নিগড়-শিকল, বেড়ি। তিমির-অন্ধকার। ক্ষুৎপিপাসা-ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। ফতুর-নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। লেফাফাদুরন্তি-বাইরের দিক থেকে ত্রুটিহীনতা কিন্তু ভিতরে প্রতারণা। বেড়ি-শিকল, শৃঙ্খল।

হামেশা- সবসময়, সর্বক্ষণ। উন্মোচন-উন্মুক্ত করা। পিঞ্জরবদ্ধ-খাঁচায় বন্দি। জীবসত্তা- জীবের অস্তিত্ব। জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে হলে অনবস্থ চাই।

মানবসত্তা-মানুষের অস্তিত্ব। মানবসত্তা বলতে লেখক মনুষ্যত্বকে বুঝিয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে এই মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায়।

অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি— লেখকের মতে আমরা জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে অধিক মনোযোগী। ফলে অর্থচিন্তা আমাদের সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখে। অর্থচিন্তায় ব্যস্ত মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনে সক্ষম নয়। কারারুদ্ধ আহারতপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু?— খাওয়া-পরার সমস্যা মিটে গেলেই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব হয় না। এ জন্য প্রয়োজন চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা। শিক্ষার মাধ্যমেই এ স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

পাঠ পরিচিতি

‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সংস্কৃতি কথা গ্রন্থের ‘মনুষ্যত্ব’ শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ। মানুষের দুটি সত্তা- একটি তার জীবসত্তা, অপরটি মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। জীবসত্তার প্রয়োজনে অনবস্থের চিন্তা থেকে মুক্তি এবং শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অনবস্থের সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে ওঠে। শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি, জ্ঞান দান নয়; জ্ঞান মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়মাত্র। ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধের সম্পর্ক চিহ্নিত করেছেন। জ্ঞান ও অন্তরের মুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিকে মনুষ্যত্ববোধে উন্নীত হওয়ার শিক্ষা দেয়।

জানমূলক প্রশ্নোত্তর:

প্রশ্ন-১. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: মোতাহের হোসেন চৌধুরী ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-২. মানুষের জীবনকে কীসের সাথে তুলনা করা যায়?

উত্তর: মানুষের জীবনকে দোতলা ঘরের সাথে তুলনা করা যায়।

প্রশ্ন-৩. লোভের ফলে মানুষের কীরূপ মৃত্যু ঘটে?

উত্তর: লোভের ফলে মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে।

প্রশ্ন-৪. শিক্ষার মারফতে কী লাভ করা যায়?

উত্তর: শিক্ষার মারফতে মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়।

প্রশ্ন-৫. মানবসত্তা বলতে লেখক কোনটিকে বুঝিয়েছেন?

উত্তর: মানবসত্তা বলতে লেখক মনুষ্যত্বকে বুঝিয়েছেন।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর:

প্রশ্ন-১. ‘অর্থ সাধনাই জীবন সাধনা নয়’ --উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: জীবন কী করে উপভোগ করতে হয়, মানবিক করে তুলতে হয়, তা না জানলে অর্থ সাধনা বৃথা।

অর্থ সাধনার মাধ্যমে মানুষ জীবনধারণ করে বেঁচে থাকলেও তা মানুষের মনুষ্যত্বকে পূর্ণ করে তোলে না। তাই প্রয়োজন শিক্ষার। কেননা শিক্ষা মানুষকে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। জীবনের বৃপ-রসকে চেনা যায় একমাত্র প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই। তাই অর্থ সাধনা জীবন সাধনা নয়।

প্রশ্ন-২. মুক্তির জন্য কী ধরনের উপায় অবলম্বন করতে হয়?

উত্তর: মুক্তির জন্য মানুষকে দুটি উপায় অবলম্বন করতে হয়।

মানবজীবনের উন্নয়নের জন্যে মুক্তির কোনো বিকল্প নেই। মুক্তির জন্য যে দুটি উপায় অবলম্বন করতে হয় তার একটি হচ্ছে অনুবস্ত্রের চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ায় চেষ্টা, আরেকটি শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। মুক্তির জন্য এ দুটি উপাদানেরই যুগপৎ উপস্থাপন প্রয়োজন।

প্রশ্ন-৩. মানুষ কী কারণে অনুভূতির জগতে ফতুর হয়ে পড়ে?

উত্তর: লোভের ফলে মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটলে মানুষ অনুভূতির জগতে ফতুর হয়ে পড়ে।

‘লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু’ এই প্রবাদ বাক্যটিকে যারা শুধু বুলি হিসেবে গ্রহণ করে তারা লোভের ফাঁদে ধরা পড়ে। লোভের ফলেই যে মানুষ হন্যে হয়ে পড়ে, তার তৃপ্তি কখনোই মেটে না। ফলে সে হয়ে পড়ে যন্ত্রের মতো। আর তখন তার অনুভূতির জগৎটি হয়ে পড়ে ফতুর। একমাত্র শিক্ষাই মানুষকে লোভ থেকে দূরে থাকতে শেখায়। তাই প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করা।

প্রশ্ন-৪. ‘শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি’--উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: জ্ঞান পরিবেশন করা মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়মাত্র, আসল কাজ নয়, তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।

শিক্ষা মানুষকে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ করে তোলে, জীবনকে করে তুলে সুন্দর ও উপভোগ্য। মানুষকে শেখায় মুক্তির মন্ত্র। তাই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে মানবিক করে তোলার জ্ঞানদান করা হয়, মানুষের ভিতরে জাগিয়ে তোলা হয় মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ জাগানোর জন্যই শিক্ষা জ্ঞান পরিবেশন কারকে বাহন হিসেবে নিয়েছে। মানুষের মূল্যবোধ সম্পর্কে সজাগ করে তোলাই শিক্ষার আসল কাজ।

প্রশ্ন-৫. কীভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে?

উত্তর: শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। শিক্ষা মানুষের মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে, মানসিক মুক্তি ঘটায়।

প্রকৃত মুক্তির ফলেই মানুষের মনুষ্যত্বো বিকাশ ঘটে। শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অনুবন্ধের সমাধানও সহজ হয়ে ওঠে। তাই বলা যায়, প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমেই মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

প্র্যাকটিস অংশ: জ্ঞান (ক) ও অনুধাবনমূলক (খ) প্রশ্ন

১. মানবজীবনে সর্বপ্রথম প্রয়োজন কোনটি?
২. জীবসত্তা ও মানবসত্তা সম্পর্কে কোন প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে?
৩. শিক্ষা কী?
৪. শিক্ষা মানুষের কোন দিকটিকে জাগ্রত করে?
৫. কোন চেষ্টাকে লেখক অভিনন্দন জানিয়েছেন?
৬. লেফাফাদুরস্তি কী?
৭. মনুষ্যত্বের আত্মহান কখন মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছাতে দেরি হয়?
৮. জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় কী?
৯. উদ্দীপকের আলোকে মনুষ্যত্বে উত্তরণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
১০. জীবসত্তার ব্যাখ্যা দাও।
১১. মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায় ব্যাখ্যা কর।
১২. “শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব” প্রবন্ধের প্রধান দুটি দিক ব্যাখ্যা কর।
১৩. ধনী-দরিদ্র সকলেই কিসের চিন্তায় মগ্ন?
১৪. মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?
১৫. কারারুদ্ধ আহরতপ্ত মানুষের মূল্য কতটুক? - ব্যাখ্যা কর।
১৬. মুক্তির জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করতে হবে?
১৭. প্রকৃত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য কী কী?
১৮. “তাই দু’দিক থেকেই কাজ চলা দরকার” - ব্যাখ্যা কর।
১৯. অনুবন্ধের সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজন কেন? বুঝিয়ে লেখ।

২০. জীবসত্তা ও মানবসত্তা বলতে কী বুঝানো হয়েছে? - ব্যাখ্যা কর।
২১. মোতাহের হোসেন চৌধুরী মানুষের জীবনকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?
২২. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জন্মস্থান কোথায়?
২৩. শিক্ষার কয়টি দিক রয়েছে?
২৪. শিক্ষার আসল কাজ কী?
২৫. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন?
২৬. জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের কী চাই?
২৭. লেফাফাদুরস্তি অর্থ কী?
২৮. মানুষের মুক্তির উপায় কয়টি কী?
২৯. শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিক কী?
৩০. কোথায় মুক্তি নেই?
৩১. অনুবন্ধের প্রাচুর্যের চেয়ে কোনটি বড়?
৩২. মানবজীবনে সর্বপ্রথম প্রয়োজন কোনটি?
৩৩. জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে ওঠার মই কী?
৩৪. মানুষের জীবনকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?
৩৫. মানবসত্তা কী?
৩৬. শিক্ষার কোন দিকটিকে শ্রেষ্ঠ দিক বলা হয়?
৩৭. বাইরের আলো বাতাসের স্বাদ পাওয়া মানুষ প্রচুর অনুবন্ধ পেলেও কোথায় থাকতে নারাজ?
৩৮. সকলের কাছে মুক্তি কী?
৩৯. মুক্তির জন্য কয়টি উপায় অবলম্বন করতে হবে?
৪০. মানব উন্নয়নে শিক্ষা কোন দিক থেকে টানে?
৪১. জীবসত্তাকে টিকে রাখার জন্য কিসের প্রয়োজন?
৪২. মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্ব কিসের মারফতে লাভ করা যায়?
৪৩. কিসের ব্যবস্থায় ঘাটতি হলে জীবনের উন্নয়নে বিলম্ব ঘটে?
৪৪. মানুষের কোন দুটি চিন্তা করা জরুরি?
৪৫. কিসের তাগিদে মানুষকে উন্নত করে তোলা ভালো?
৪৬. কিসের নিগড়ে সকলেই বন্দি?

৪৭. কী কারণে মানুষ লোভের ফাঁদে ধরা দিতে ভয় পায়?

৪৮. মানব উন্নয়নে ‘নিচের থেকে ঠেলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৪৯. কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু? ব্যাখ্যা কর।

৫০. ‘অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি’-উক্তিটি দ্বারা লেখক কী বুঝিয়েছেন?

৫১. মানুষকে কেন প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে হবে?

৫২. “শিক্ষার কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি”-ব্যাখ্যা কর।

৫৩. কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু বলতে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

৫৪. মানুষের জীবনকে দোতলা ঘরের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন?

৫৫. ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে লেখক ‘জীবসত্তা’ বলতে কী বুঝিয়েছেন?

৫৬. শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জন কীভাবে অনুব্রতের সমাধান সহজ করে?

সৃজনশীল প্রশ্ন—১: সুমন ও কবির বাল্যবন্ধু। দুজনই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। পেশাগত জীবনে সুমন বড় ব্যবসায়ী। গাড়ি, বাড়ি, টাকা-কড়ি কোনো কিছুই অভাব নেই তার। সবাই তাকে এক নামে চেনে। আর কবির শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। গত সিডরে তাদের গ্রাম লন্ডলন্ড হয়ে যায়।

এ সময় কবির তার ছাত্রদের নিয়ে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে অসহায় মানুষদের কাছে পৌঁছে দেয়। তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। অথচ সুমন ছুটে এসে সাহায্যের বদলে অসহায় মানুষদের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে বিঘার পর বিঘা জমি কিনে নেয়।

ক. মানবজীবনে মুক্তির জন্য মোতাহের হোসেন চৌধুরী কয়টি উপায়ের কথা বলেছেন?

খ. আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না কেন?

গ. উদ্দীপকের সুমনের মাঝে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশিত তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ‘কবিরের কাজে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি উপস্থিত’ ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

১ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. মানবজীবনে মুক্তির জন্য মোতাহের হোসেন চৌধুরী তার ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে দুইটি উপায়ের কথা বলেছেন।

খ. প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ জীবসত্তা থেকে মুক্তি পায় না বলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না।

লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’; প্রবন্ধে মানুষের মাঝে দুটি সত্তার কথা বলেছেন। একটি জীবসত্তা আরেকটি মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব।

একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই জীবসত্তা থেকে একজন মানুষ মানবসত্তায় উপনীত হয়। মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য অন্তর্দ্বন্দ্বের চিন্তা থেকে মুক্তি প্রয়োজন। তাই জীবসত্তা থেকে মুক্তি ছাড়া আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না।

গ. উদ্দীপকের সুমনের মাঝে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের জীবসত্তা অর্জনের দিকটি প্রতিফলিত।

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধ অনুযায়ী জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তরণের মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষকে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। জীবনে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা অর্থচিন্তা থেকে মুক্তি পেতে হবে এ কথা সত্য। কিন্তু অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়।

জীবনের প্রকৃত মর্মার্থ বুঝতে না পারলে মানবজীবনে শিক্ষা কোনো বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করতে পারে না।

জীবনের প্রকৃত সাধনা হচ্ছে মনুষ্যত্ব অর্জন। জীবনে মুক্তি অর্জনের জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হয়।

একটি অন্তর্দ্বন্দ্বের চিন্তা থেকে মুক্তি আরেকটি হচ্ছে শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ার সাধনা।

উদ্দীপকের সুমন উচ্চ শিক্ষিত। সে পেশায় ব্যবসায়ী ও প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মালিক। কিন্তু সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত নিজ এলাকার মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে সুমন তাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে নামমাত্র মূল্যে বিঘার পর বিঘা জমি ক্রয় করে। এখানে সুমনের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই শিক্ষা তার মাঝে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করতে পারেনি।

সে তার অর্থ সাধনাকেই জীবন সাধনা জ্ঞান করেছে। সে লোভী অর্থের মোহে অন্ধ। লোভের ফলে তার আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে। তার দ্বারা কোনো মানবিক কাজ করা সম্ভব নয়। মানুষের দুঃখ কষ্ট আর আহাজারিতেও তার হৃদয় বিগলিত হয়নি। তাই আমরা লক্ষ করি সুমন শিক্ষিত হলেও তার মাঝে শুধু জীবসত্তার বিকাশ ঘটেছে। মনুষ্যত্ব সে অর্জন করতে পারেনি।

ঘ. কবিরের কাজে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি উপস্থিত। আর এই অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক।

‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে বলা হয়েছে, অর্থচিন্তার নিগড়ে মানুষ বন্দি। ধনী-দরিদ্র সকলের মাঝে কাজ করে তার অর্থলিপ্সা। শুধু চাই, আর চাই। মানুষের মধ্যে বিদ্যমান জীবসত্তা মানুষকে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অর্থচিন্তার মধ্যেই ব্যাপ্ত রাখে। যাকে লেখক শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিক বলে উল্লেখ করেছেন।

আর শিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্ব অর্জনের দিকটিকে বলা হয়েছে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিক। যাকে লেখক জীবনের শ্রেষ্ঠ দিক বিবেচনা করেছেন। শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি অর্জনই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। কারণ অন্তর্দ্বন্দ্বের সমস্যাকে বড় করে দেখলে সুফল পাওয়া যাবে না।

উদ্দীপকের কবির উচ্চশিক্ষিত। শিক্ষাজীবন শেষে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে শিক্ষকতাকে। সিডরে তার গ্রামটি লন্ডলন্ড হয়ে গেলে শ্যামল তার ছাত্রদের নিয়ে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে দুর্গত ও অসহায় মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেয়। তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে।

কবিরের শিক্ষা-দীক্ষা তার মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করেছিল। ফলে শ্যামল এই মানবিক উদ্যোগটি গ্রহণ করে। কিন্তু একই গ্রামের শিক্ষিত ও বাল্যবন্ধু সুমন সহায়তার হাত না বাড়িয়ে তাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নেয়। ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে শিক্ষার প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি হচ্ছে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করা। সত্যিকার মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা। আলোচ্য উদ্দীপকের শিক্ষক কবির নিজেকে সেভাবেই গড়ে তুলেছে।

সে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি গুরুত্বসহকারে নিজের মধ্যে চর্চা করেছে। তাই তার দ্বারা মানবিক কর্মকা-পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। পরের জন্য সে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মনোভাব পোষণ করে। তাই বলা হয়েছে, ‘কবিরের কাজে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি উপস্থিত’।

সৃজনশীল প্রশ্ন—২. তামিম ও শামীম একটি অফিসের কর্মকর্তা হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। তামিম মনে করেন, জনসাধারণের সেবা করাই তার ব্রত। এ কারণেই তিনি কাজের প্রতি খুবই দায়িত্বশীল ও সচেতন। অপরদিকে শামীম তার পদকে ব্যবহার করে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। গড়ে তোলেন অটেল সম্পদ। দুর্নীতি দমন কমিশন তার দুর্নীতির সত্যতা পেলে তাকে আইনে সোপর্দ করে।

ক. মুক্তির জন্য কয়টি উপায় অবলম্বন করতে হয়?

খ. অপ্রয়োজনের শিক্ষাকে লেখক শ্রেষ্ঠ বলেছেন কেন?

গ. তামিম সাহেবের মাঝে শিক্ষার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে লেখ
ঘ. শামীম সাহেবের মতো ব্যক্তির শিক্ষিত হলেও প্রকৃত শিক্ষিত নয়— উক্তিটি ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মানবজীবনে মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হয়।

খ. লেখক শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটিকে শ্রেষ্ঠ দিক বলেছেন। কারণ এ দিকটি মানুষের মনকে বিকশিত করে, মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করে।

শিক্ষার দুটি দিক— একটি প্রয়োজনের, অপরটি অপ্রয়োজনের। দ্বিতীয় দিকটি মানুষের মনের দুয়ার উন্মোচিত করে তাকে শেখায় কীভাবে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমেই মানুষ অনুভূতি ও কল্পনার রস আত্মদান করতে পারে। তার সুপ্ত মন শিক্ষার স্পর্শ পেয়ে আর দশজন সাধারণের থেকে পৃথক হয়ে ওঠে। এসব কারণে শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিকটিকে লেখক শ্রেষ্ঠ দিক বলেছেন।

গ. উদ্দীপকের তামিম সাহেবের মাঝে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জনের দিক তথা মানবসত্তার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

মনুষ্যত্বই মানুষের সবচেয়ে বড় অর্জন। মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন মানুষ দ্বারা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল মানবসমাজ গড়ে ওঠে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সংকীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর দিকে যাত্রা করে।

উদ্দীপকে এক অফিসের দুই কর্মকর্তার মানসিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়েছে। তারা একই অফিসে চাকরি করেও ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা পোষণ করে। এদের একজন তামিম সাহেব। তিনি জনসাধারণের সেবা করার ব্রত নিয়ে কাজ করেন। তিনি তার কাজের প্রতি দায়িত্বশীল ও সচেতন। নির্লোভ তামিম সাহেবের এই মানসিক বৈশিষ্ট্য ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রবন্ধে লেখক জীবসত্তা ও মানসত্তার যে কথা বলেছেন তার মধ্যে মানবসত্তার অধিকারী হচ্ছেন তামিম সাহেব। মানবসত্তা মানুষকে ক্ষুধা নিবারণের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি দিয়ে মনুষ্যত্বলোকের সন্ধান দেয়। সেই দিকটি উদ্দীপকের তামিম চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। তার কর্মকাণ্ডে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনের পদক্ষেপ দেখা যায়।

ঘ. শামীম সাহেবের মতো ব্যক্তির শিক্ষিত হলেও প্রকৃত শিক্ষিত নয়— মন্তব্যটি যথার্থ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না। শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জিত না হলে সেই শিক্ষার কোনো মূল্য থাকে

না। মানুষ যখন জীবনের জন্য অধিক অর্থচিন্তায় ব্যস্ত থাকে তখন সে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং মনুষ্যত্বহীন হয়ে পড়ে। ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে লেখক মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মানবজীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন, এগুলোর একটি জীবসত্তা এবং অন্যটি মানবসত্তা। জীবসত্তা মানুষকে সবসময় অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি করে রাখে। অর্থের লোভ ব্যক্তিকে লোভী করে তোলে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সে অনুধাবন করতে পারে না। প্রবন্ধের এ দিকটির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে উদ্দীপকের শামীম সাহেবের বৈশিষ্ট্য সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনিও অর্থচিন্তায় নিগড়ে বন্দি। এ কারণেই তিনি তার পদকে ব্যবহার করে দুর্নীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন এবং অটেল সম্পদ গড়ে তুলেছেন। তার মধ্যে যে লোভী মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাতে তার সেই শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না। কারণ তিনি আত্মস্বার্থে অন্যায় পথে পা বাড়িয়ে অপরাধী হয়ে উঠেছেন।

‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের লেখকের মতে শিক্ষার অপয়োজনীয় দিক হচ্ছে মানবসত্তা, যা মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে।

মনুষ্যত্ব জাগ্রত হলে মানুষ জীবনকে সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারে। মনুষ্যত্ব মানুষকে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে সাহায্য করে। উদ্দীপকের শামীম সাহেবের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটেনি। তিনি অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি হয়ে লোভী হয়ে উঠেছেন। তার ভেতরে যে শিক্ষা আছে তা মানবসেবায় বা মানবকল্যাণে নিয়োজিত নয়। তাতে তার আত্মারও মুক্তি ঘটে না। এসব দিক বিচারে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সৃজনশীল প্রশ্ন—৩. ফিরোজ মিয়া একজন আদর্শ শিক্ষক। তার দুই সন্তান সুশিক্ষিত। সন্তানদের মধ্যে মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটানোই ছিল তার উদ্দেশ্য। তবে তার ছেলেমেয়েরা শুধু মনুষ্যত্ববোধের অধিকারীই নয়, সমাজেও তা সুপ্রতিষ্ঠিত।

ক. কোন চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারলে শিক্ষা মানবজীবনে সোনা ফলাবে?

খ. শিক্ষার অপয়োজনীয় দিকই শ্রেষ্ঠ দিক কেন?

গ. শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে উদ্দীপকের ফিরোজ মিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা কর।

ঘ. শিক্ষা শুধু মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যায় না, জীবসত্তার ঘরেও সে কাজ করে। শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধ ও উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটির বিচার কর।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়- এ উপলব্ধির মাধ্যমে অর্থচিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারলে শিক্ষা মানবজীবনে সোনা ফলাবে।

খ. শিক্ষার অপয়োজনের দিক শ্রেষ্ঠ দিক। কারণ এই দিকটি মানুষের মনকে বিকশিত করে।

শিক্ষার দুটি দিক— একটি প্রয়োজনের, অপরটি অপয়োজনের। দ্বিতীয় দিকটি মানুষের মনের দুয়ার উন্মোচিত করে তাকে শেখায় কীভাবে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। শুধু তাই নয়, এটির মাধ্যমেই মানুষ অনুভূতি ও কল্পনার রস আশ্বাদন করতে পারে। তার সুপ্ত মন শিক্ষার স্পর্শ পেয়ে আর দশজন সাধারণের থেকে পৃথক হয়ে ওঠে। এই কারণে শিক্ষার অপয়োজনের দিকটিই শ্রেষ্ঠ।

গ. ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে উদ্দীপকের ফিরোজ মিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য রয়েছে।

কিছু মানুষ কেবল অর্থের পেছনে ছোটে। কিন্তু অর্থচিন্তাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়- এ বিষয়টি সবাই অনুধাবন করতে পারে না। অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি থাকার ফলে তারা মনুষ্যত্বলোকের সন্ধান পায় না।

উদ্দীপকের ফিরোজ মিয়া একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি দুই ছেলেকে আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তাদের মাঝে ঘটাতে চেয়েছেন মনুষ্যত্বের জাগরণ। তিনি সারা জীবন যে আদর্শ লালন করেছেন, যে স্বপ্ন দেখেছেন— নিজের সন্তানদের মাঝে তার প্রতিফলন প্রত্যাশা করেছেন। বাবার ইচ্ছা পূরণ করে তারা দুজন আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক অভিন্ন চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রাবন্ধিক অর্থসাধনাকে সর্বশেষ কথা হিসেবে মনে যথার্থ মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আবশ্যিকতার দিকটি

তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্বলোকের বিকাশ ঘটে। অন্তর্চিন্তার চেয়ে মূর্তিকে তিনি বড় হিসেবে দেখেছেন। প্রাবন্ধিকের এই চৈতন্যের সঙ্গে উদ্দীপকের ফিরোজ মিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়। ঘ. শিক্ষা শুধু মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যায় না, জীবসত্তার ঘরেও সে কাজ করে। ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধ ও উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত মনুষ্যত্ব অর্জন করা। কিন্তু সমাজ-সংসারে টিকে থাকতে হলে অন্তর্চিন্তার বিষয়টিও এড়িয়ে থাকা যায় না। তাই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারলে মনুষ্যত্ব লাভের পাশাপাশি অন্তর্চিন্তাও দূর হয়।

উদ্দীপকের ফিরোজ মিয়ার দুই সন্তান আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। ফিরোজ মিয়া তাদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে। তাই আজ তারা সব ক্ষেত্রেই জয়ী। ১ তারা মনুষ্যত্ববোধ অর্জনের পাশাপাশি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক একই কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন শিক্ষার প্রয়োজনের দিকের পাশাপাশি অপ্রয়োজনের দিকও আছে। অন্তর্চিন্তা থেকে মুক্তি না পেলে শিক্ষা জীবনে সোনা ফলাতে পারবে না। তাই আত্মার অমৃত লাভ করতে হলে অন্ত-বস্ত্রের সমস্যার সমাধান করতে হবে।

উদ্দীপকের ফিরোজ মিয়ার দুই সন্তান বাবার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। কারণ তারা শিক্ষার যথার্থ উপযোগিতা লাভ করেছে। শিক্ষা তাদের শুধু মানবসত্তার ঘরেই নিয়ে যায়নি, জীবসত্তার ঘরেও কাজ করেছে। তারা মনুষ্যত্ববোধের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি তাদের অন্তবস্ত্রের চিন্তাও দূর হয়েছে। এ দিকটিই ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের লেখক তুলে ধরেছেন। তাই আমরা বলতে পারি, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সৃজনশীল প্রশ্ন—৪. বাগদাদের আলী কোজাই সারা জীবনের সঞ্চয় সোনার মোহর কলসিতে ভরে বন্ধু নাজিমের কাছে গচ্ছিত রেখে হজরত পালনে গেল। দুই বছর পর ফিরে এসে বন্ধুর কাছ থেকে কলসি ফেরত নিয়ে দেখে তাতে কোনো সোনার মোহর নেই। নাজিম সব আত্মসাৎ করেছে। আলী কোজাই নাজিমকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, মোহরের ব্যাপারে সে কিছুই জানে না।

ক. শিক্ষা মানুষের কোন দিকটি জাগ্রত করে?

খ. “লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়” – বুঝিয়ে দাও।

গ. উদ্দীপকের নাজিমের আচরণে শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধের কোন দিক লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের নাজিমের মতো মানুষদের মানসিকতা পরিবর্তনই ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের মূল শিক্ষা।” — যৌক্তিক মতামত দাও।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. শিক্ষা মানুষের সচেতনতা ও মূল্যবোধের দিকটি জাগ্রত করে।

খ. “লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়।”- কথাটি দ্বারা শিক্ষা যে কেবল বাইরের চাকচিক্য নয় তা বোঝানো হয়েছে।

‘লেফাফাদুরস্তি’ হচ্ছে বাইরের দিক থেকে ত্রুটিহীনতা কিন্তু ভিতরে প্রতারণা। তাই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না ‘লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু’। অর্থাৎ ছোট জিনিসের লোভে যে বড় জিনিস হারাতে কুণ্ঠিত নয়, সে শিক্ষিত নয়। কারণ শিক্ষার আসল কাজ হলো মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, জ্ঞান পরিবেশন করা নয়। শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব লাভ করে। মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে। শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করায়। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সংকীর্ণতার গণ্ডি ছেড়ে বৃহত্তর দিকে যাত্রা করে। মনকে আলোকিত করে, ভিতরকে জাগিয়ে তোলে। অন্যদিকে লেফাফাদুরস্তি মানুষের মধ্যে কতকগুলো বাহ্যিক বিষয় সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়। মানুষ সেখানে মনুষ্যত্বলোকের সন্ধান পায় না। এসব কারণেই লেখক লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয় বলে মন্তব্য করেছেন।

গ. উদ্দীপকের নাজিমের আচরণে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের মনুষ্যত্বহীনতার দিকটি লক্ষণীয়, যা লেফাফাদুরস্তি হিসেবেও উল্লেখ করা যেতে পারে।

‘লেফাফাদুরস্তি’ হলো বাইরের দিক থেকে ত্রুটিহীনতা কিন্তু ভিতরে প্রতারণা। লেফাফাদুরস্ত মানুষের মধ্যে কতকগুলো বাহ্যিক বিষয় সম্পর্কে কিছু ধারণা প্রদান করে। এদের মধ্যে মনুষ্যত্বের অভাব থাকে। এদের বিশ্বাস করলে ক্ষতি অবধারিত। শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করে। কিন্তু লেফাফাদুরস্ত শ্রেণির লোক শিক্ষাহীন হওয়ার কারণে এমন হীন ও প্রতারণামূলক কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না।

উদ্দীপকের আলী কোজাই নিজ জীবনের সঞ্চিত সোনার মোহর তার বন্ধুর কাছে গচ্ছিত রেখে হজরত পালনে গেলে তার বন্ধু নাজিম লোভের বশবর্তী হয়ে আলীর মোহর আত্মসাৎ করে। নাজিমকে বিশ্বাস করে; কিন্তু নাজিম বিশ্বাসের মূল্য দিতে ব্যর্থ হয়। কারণ নাজিমের শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের অভাব ছিল। অপরদিকে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে লেফাফাদুরস্তি তথা প্রতারণার বিষয়টির অবতারণা করা আছে। শিক্ষার ফলে মানুষ বুঝতে পারে ‘লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু’। যাদের শিক্ষার অভাব তারা মনুষ্যত্ব অর্জনে ব্যর্থ। শিক্ষা থাকলে মানুষ লোভের ফাঁদে ধরা দিতে ভয় পায়। কিন্তু শিক্ষাহীন মানুষ মোহে পড়ে মনুষ্যত্ব বা বড় কোনো জিনিস হারাতেও দুঃখ বোধ করে না। উদ্দীপকের নাজিমও তার মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে দ্বিধাবৃত্ত হয়নি। অতএব বলা যায় যে, নাজিমের আচরণে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের মনুষ্যত্বহীনতার বা লেফাফাদুরস্তি দিকটি লক্ষণীয়।

ঘ. “উদ্দীপকের নাজিমের মতো মানুষদের মানসিকতা পরিবর্তনই “শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব” প্রবন্ধের মূল শিক্ষা।”—
উক্তিটি যথার্থ।

শিক্ষা মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বা মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। মানুষকে অন্ধকার পথ থেকে মুক্তি দেয় এবং আলোর পথে নিয়ে আসে। মানুষের সৃজনশীল মানবসত্তার বিকাশ ঘটায়। মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি নীচতা, ক্ষুদ্রতা পরিহার করে বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। শিক্ষা মানুষকে সার্বিকভাবে বিকাশের উপযোগী করে তোলে।

‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে লেখক জীবসত্তা ও মানবসত্তার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। লেখকের মতে শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সমাধান সহজ হয়। সঠিকভাবে শিক্ষা দ্বারা অর্থচিন্তায় ব্যস্ত মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জনে সক্ষম হয়। লেফাফাদুরস্তির মতো শিক্ষা নয়; সঠিক শিক্ষা প্রয়োজন। উদ্দীপকের নাজিমের মধ্যে শিক্ষার এসব দিক অনুপস্থিত। ফলে তার মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষার অভাব থাকার কারণেই লোভের বশবর্তী হয়ে বন্ধুর সোনার মোহর আত্মসাৎ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে নাজিম একজন লোভী ও প্রতারক, যে অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি।

‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হলো শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ববোধ সৃষ্টি করা বা মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটানো। মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হয়নি বলেই নাজিম তার বন্ধুর রেখে যাওয়া আমানত আত্মসাৎ করেছিল। প্রবন্ধের মূল বক্তব্য শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে মানুষকে মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন করা, যা নাজিমের মানসিকতা পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। কারণ মূল্যবোধ সৃষ্টি হলেই তার মানসিকতার পরিবর্তন হবে। এসব দিক বিবেচনায় আলোচ্য উক্তিটি যথার্থ।

সৃজনশীল প্রশ্ন—৫. নেহাল সাহেব বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা কম হলেও তাদের প্রতিটি সদস্যের চাহিদার শেষ নেই। তাদের সবার মুখে কেবলই ধ্বনিত হয়— চাই, চাই, আরও চাই। অনন্ত এই চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে নেহাল সাহেব দুর্নীতির সাথে যাচ্ছেন।

ক. জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই কোনটি?

খ. অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়'- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের নেহাল সাহেবের চরিত্রে শিক্ষার কোন দিকটি অনুপস্থিত? ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তাদের সংসারে কেবল ধ্বনিত হয় চাই, চাই, আরও চাই।’ উক্তিটি ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে-শিক্ষা।

খ. অর্ধসাধনাই জীবনসাধনা নয়। কারণ বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন থাকলেও শুধু অর্থের পেছনে দৌড়ানো মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। মানুষকে মনুষ্যত্বও অর্জন করতে হয়। জীবনধারণের জন্য অর্থ উপার্জন অপরিহার্য। তবে শুধু অর্থ উপার্জনের পেছনে ছুটলে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আড়ালেই থেকে যায়। কারণ যারা কেবল অর্থচিন্তা দ্বারা তাড়িত তারা মনুষ্যত্বলোকের স্বাদ অনুভব করতে পারে না। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে হলে অর্থচিন্তার নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে মনুষ্যত্বলোকে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। নইলে শিক্ষা মানবজীবনে সোনা ফলাতে পারবে না। ফলে শিক্ষার সুফল সামষ্টিক না হয়ে তা হবে একান্তই ব্যক্তিগত।

গ. উদ্দীপকের নেহাল সাহেবের চরিত্রে শিক্ষার অপ্ৰয়োজনের দিকটি অনুপস্থিত।

প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না। শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জিত না হলে সেই শিক্ষার কোনো মূল্য থাকে না। তাই কেবল জীবসত্তার ঘরে পড়ে থাকলে চলে না, মানুষকে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে মানবসত্তার ঘরে পৌঁছাতে হয়।

উদ্দীপকের নেহাল সাহেবের মধ্যে জীবসত্তার প্রকাশ ঘটেছে। পরিবারের সদস্যদের চাহিদা পূরণে সারাক্ষণ তাকে অর্থচিন্তা ও অন্ন-বস্ত্রের চিন্তায় মগ্ন থাকতে হয়। মাত্রাতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন তাকে আরও লোভী করে তুলেছে। কারণ জীবসত্তা সব সময় মানুষকে অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি করে রাখে। ফলে তারা শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে না। উদ্দীপকের নেহাল সাহেবও তা পারেননি। কারণ, তার মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়নি। অর্ধসাধনাকেই নেহাল সাহেব জীবনসাধনা মনে করেছেন। তার ভেতর মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটেনি। ফলে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক তথা অপ্ৰয়োজনের দিকটি তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের লেখকের মতে, শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটলেই মানুষ মানবসত্তা বা মনুষ্যত্বলোকের সন্ধান লাভ করে। শিক্ষার অপ্ৰয়োজনীয় দিক মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ জাগায়, যা উদ্দীপকের নেহাল সাহেবের চরিত্রে প্রকাশ পায়নি। এভাবে তার চরিত্রে শিক্ষার অপ্ৰয়োজনের তথা মানবসত্তার দিকটি অনুপস্থিত।

ঘ. ‘তাদের সংসারে কেবল ধ্বনিত হয়- চাই, চাই, আরও চাই’ উক্তিটি ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন করা যায়।

মানুষের জীবনে যেমন অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজন আছে তেমনই মনুষ্যত্ব অর্জনেরও প্রয়োজন রয়েছে। মানুষ যখন জীবনের জন্য অধিক অর্থ উপার্জনের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে তখন সে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং মনুষ্যত্বহীন হয়ে পড়ে।

‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে লেখক মানবজীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জীবসত্তা হলো সেই ঘরের নিচের তলা এবং মানবসত্তা হলো সেই ঘরের উপরের তলা। আর এই নিচতলা থেকে উপরের তলায় ওঠার মই হলো শিক্ষা। যারা শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জন করেন তারা জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তীর্ণ হতে পারেন। আর যারা অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি হয়ে পড়ে তারা জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। যেমন উদ্দীপকের নেহাল সাহেব পারেননি। তার পরিবারের চাহিদা পূরণে তিনি অর্থলোভী হয়ে উঠেছেন। তার ভেতর শিক্ষার প্রয়োজনের দিকটি প্রকট হয়েছে, মানবসত্তার দিকটি গুরুত্ব হারিয়েছে। তার মধ্যে মূল্যবোধের বিকাশ ঘটেনি বলে তিনি অর্থচিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছেন। এই কারণেই তার সংসারে চাই, চাই প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের মূল কথা হলো জীবসত্তার প্রয়োজনে অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি এবং শিক্ষালাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো। অসীম চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ যেকোনো কাজ করতে রাজি থাকে, যা মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে দেয় না। সমাজে এই ধরনের সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে, যা মনুষ্যত্ব অর্জনের অন্তরায়। কারণ মানুষ যখন অন্যায় ও অসৎভাবে অবৈধ অর্থ উপার্জন ও সম্পাদ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে তখন সে মনুষ্যত্ব থেকে দূরে সরে যায়। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে এবং জীবসত্তা তথা অর্থচিন্তার নিগড় থেকে মানুষ মুক্তি পায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন—৬: মৃতপ্রায় দশ বছরের ফেলানীকে রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেয়েকজন শিক্ষার্থী তাকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। পরে ফেলানীর কাছ থেকে জানা যায় সে গুলশানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আমিনা বেগমের বাসায় কাজ করত। পান থেকে চুন খসলে তার উপর অত্যাচার চলত। সেদিন ইস্ত্রি করতে গিয়ে কাপড় পুড়িয়ে ফেলায় তাকে গরম ইস্ত্রি দিয়ে ছ্যাকা দেওয়া হয়। ঘটনার সত্যতা জেনে পুলিশ আমিনা বেগমকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়।

ক. ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

খ. ‘অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি’ বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের কোন দিকটি উপস্থিত? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “আমিনা বেগমের ক্ষেত্রে শিক্ষা তার বাইরের ব্যাপার, অন্তরের ব্যাপার হয়ে ওঠেনি”—‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন—৭: শেফালী ও মারুফা দুজনেই হাসপাতালের সেবিকা। শেফালী ছোটবেলার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য তার অর্জিত বেতনের টাকা দিয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র স্থাপন করেন। আর মারুফা অনেক বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখে এবং হাসপাতালের রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত চিকিৎসার ওষুধ বাইরে বিক্রি করে অর্থ আয় করে।

ক. ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?

খ. “কারারুদ্ধ আহরতপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু?”—এখানে ‘কারারুদ্ধ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের শেফালী চরিত্রে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে মারুফার মানসিক পরিবর্তনে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে লেখক কী পরামর্শ দিয়েছেন? আলোচনা করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন—৮: শিহাব সাহেব সুরমা সিমেন্ট কোম্পানির হিসাবরক্ষণ অফিসার। ভালো বেতন পান বলে সংসারে অভাব নেই। কোম্পানির প্রয়োজনে মালিক প্রায়ই বিদেশে থাকেন। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে শিহাবের স্ত্রী রেবা একটু এদিক-ওদিক করে রাতারাতি গাড়ি-বাড়ির মালিক হওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু শিহাব তার স্ত্রীর প্রস্তাবে রাজি না হয়ে বলেন ‘লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু’।

ক. ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধটি কোন প্রবন্ধের অংশবিশেষ?

খ. মানবজীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারে না কেন?

গ. উদ্দীপকের শিহাব কেন স্ত্রীর প্রস্তাবে রাজি হননি? ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের কোন দিক রেবার মানসিকতা পরিবর্তনে সহায়ক? বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন—৯: বাদশাহ আলমগীরের ছেলেকে দিল্লির এক মৌলভী পড়াতে। বাদশাহ একদিন দেখলেন তার ছেলে ওস্তাদের পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছে আর ওস্তাদ নিজ হাতে পা পরিষ্কার করছেন। বাদশাহ মৌলভীকে তার দরবারে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তার ছেলে কেন নিজ হাতে ওস্তাদের পা ধুইয়ে দিল না।

ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন?

খ. শিক্ষার আসল কাজ কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সাথে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের কোন দিকটির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বাদশাহ আলমগীরের ছেলের মাঝে মানবসত্তার বিকাশে কোন জিনিসটি ভূমিকা রাখতে পারে? ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে তোমার মতামত দাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন—১০: শহীদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর চলে গেলেন নিজ গ্রামে। সেখানে তিনি একটি হাই স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তার অদম্য ইচ্ছা গ্রামটিকে তিনি শিক্ষার আলোয় আলোকিত করবেন। সকল শিশুর জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করবেন। তার প্রভাবে দরিদ্র পরিবারের সন্তানরাও স্কুলে যেতে শুরু করল। শিক্ষার ব্যাপারে মানুষের মনে একটা আগ্রহ তৈরি হলো।

ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন?

খ. ‘অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক’-এ কথাটি বুঝিয়ে লেখো।

গ. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শহীদুল্লাহর মধ্যে কিসের জাগরণ ঘটিয়েছে? ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ‘উদ্দীপকটি ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আংশিক প্রতিফলন মাত্র’—মূল্যায়ন করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন—১১: হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান সুমন। অনেক ইচ্ছে ছিল লেখাপড়া করে বড় মানুষ হবে।

কিন্তু প্রতিদিন দুবেলা দুমুঠো খাবার জোগাড় করাই যেখানে কষ্টসাধ্য সেখানে পড়াশোনা আর কী করে করবে সে। বাধ্য হয়ে একটা দোকানে কাজ নেয় সে। তাতেও মেটে না পরিবারের চাহিদা। একসময় স্থানীয় ছিনতাইকারী চক্রের সাথে যুক্ত হয়ে অন্ধকার জীবনে পা বাড়ায় সুমন।

ক. জীবসত্তার ঘর হতে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই কী?

খ. শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধের রচয়িতার মতে অর্থচিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া জরুরি কেন?

গ. উদ্দীপকের সুমনের অন্ধকার জীবনে পা বাড়ানোর কারণটি ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “সুমনের মতো মানুষদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষা ও অন্ন-বস্ত্র উভয় বিষয়ের সুব্যবস্থা প্রয়োজন”—উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন—১২: হাদি ও হায়দার দুই সহোদর ভাই। পড়ালেখা শেষ করে দুজনেই সরকারি চাকরিতে যোগদান করে। হাদির তুলনায় হায়দারের বেতন কম হলেও সে তাতেই সন্তুষ্ট। হায়দার মনে করে মানুষের সেবা করাই তার ব্রত। এ কারণে সে সদা কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বশীল। অন্যদিকে তার ভাই হাদি বেশি বেতন পাওয়ার পরও মানুষের ফাইল আটকে রেখে প্রচুর টাকা রোজগার করছে। বাড়তে থাকে তার বাড়ি-গাড়ি ও সম্পদ। দুর্নীতির মাত্রা বেড়ে গেলে দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত করে তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করে।

ক. শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক কোনটি?

খ. লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়।—কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের হায়দারের মধ্যে শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের হাদির ভাবনা ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশার বিপরীত।—বিশ্লেষণ কর।

বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন:

- ১৩। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দ্রুতগামী একটি যাত্রীবাহী বাস সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে দু'জন নিহত হয় এবং অপর চারজন যাত্রী গুরুতর আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। দুর্ঘটনাস্থলে একজন পথচারী নিহত ও আহত যাত্রীদের মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগসহ গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। অথচ পার্শ্ববর্তী স্কুলের একজন শিক্ষক ঘটনাস্থলে এসে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশকে খবর দেন। পাশাপাশি তিনি আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। [কু ২৪]
- ক. 'হামেশা' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. অনুবন্ধের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকের পথচারীর আচরণে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষক যেন 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ লেখকের কাজক্ষিত ব্যক্তিত্ব। মূল্যায়ন কর। ৪
- ১৪। শাহেদ করিম, দুর্নীতির বিরুদ্ধে টকশোতে কথার ফুলঝুরি ফুটত যার মুখে, শোনাতে নীতিবাক্য। হাসপাতালের মালিক হিসেবে তিনি মানবহিতৈষী হিসেবে ফিরিস্তি দিতেন। করোনাকালে করোনা টেস্টের ভুয়া রেজাল্ট দিয়ে তার আসল পরিচয় ফুটিয়ে তোলেন। এরকম আরও অনেক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে বর্তমানে কারাবাস করছেন তিনি। [ব ২৪]
- ক. অনুবন্ধের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়— এই বোধটি কীসের পরিচায়ক? ১
- খ. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে উল্লিখিত ক্ষুধপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা যায় কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের করোনা টেস্ট নিয়ে শাহেদ করিমের কর্মকাণ্ড 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'উদ্দীপকের প্রথম দিকে শাহেদ করিমের কথা অনুযায়ী যদি তার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো তবে তার জীবনেও সোনা ফলত।' 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪
- ১৫। একবার পাখোম নামক এক ব্যক্তিকে একটা সুযোগ দেয়া হলো, সন্ধ্যার আগে যে সীমানাটুকু সে ঘুরে আসতে পারবে, সেই পুরো জমিটাই তার হবে। শর্তানুসারে সে দৌড়াতে শুরু করল। যখন প্রায় সন্ধ্যা তখন সে দেখে, যে জায়গা থেকে সে রওয়ানা দিয়েছিল তার ধারে-কাছেও সে আসতে পারেনি। বরং প্রচণ্ড তেষ্টা আর ক্লান্তি নিয়েই তার মৃত্যু হয়। [য ২৩]
- ক. শিক্ষার আসল কাজ কী? ১
- খ. লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকের 'পাখোম' চরিত্র 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিককে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "পাখোমের মতো লোকদের মানসিকতা পরিবর্তনই 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখকের মূল উদ্দেশ্য।"— মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই কর। ৪
- ১৬। সরকারি অফিসে জনৈক কর্মকর্তা অল্প কয়েকদিন হলো চাকুরিতে যোগদান করেছেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি ঘুষ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন এবং দোষী প্রমাণিত হন। উল্লেখ থাকে যে, "শিক্ষাজীবনে তিনি যে অন্যায় ও দুর্নীতিবিরোধী শপথ নিয়েছিলেন তা আজ বেমালুম ভুলে গেলেন।" [কু ২৩]
- ক. শিক্ষার অন্যতম কাজ কী? ১
- খ. লেখক 'নিচের থেকে ঠেলা' বলতে কী বুঝিয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপকের কর্মকর্তার চরিত্রে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের কর্মকর্তার চরিত্রে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি অনুপস্থিত।"— মন্তব্যটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪
- ১৭। যমজ দুই ভাই শিমুল ও পলাশ। তারা দুজনেই দশম শ্রেণির ছাত্র। শিমুল শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করে ইন্টারনেট ব্যবসায় যোগ দিতে আগ্রহী। তার মতে, বর্তমান বিশ্বে এই বিষয়টি সবচেয়ে বেশি লাভজনক মাধ্যম। অপরদিকে, পলাশ উচ্চশিক্ষা অর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় আগ্রহী। সে মনে করে, জ্ঞানলাভ শুধু উপার্জনের মাধ্যম হলেও বিবেকের পরিপূর্ণতার জন্য নিজেকে যাচাই করা অপরিহার্য। [চ ২৩]

ক. শিক্ষার আসল কাজ কী?

১

খ. অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি— কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের শিমুলের মানসিকতায় ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতীয়মান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “পলাশের মনোভাবটি ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের মূল সুরেরই বহিঃপ্রকাশ।”— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

শীর্ষস্থানীয় স্কুলের প্রশ্ন:

১৮। ‘দৈনিক প্রথম আলো’ পত্রিকার খবর :

চাকরিজীবনে এমদাদুল হক (৬৫) ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের কনসেটবল। ঢাকায় কর্মস্থল থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গ্রামের বাড়িতে যেতে তাঁর ভরসা ছিল ট্রেন। টিকিট কেটেই তিনি যাতায়াত করতেন। তবে বৃদ্ধ বয়সে এসে সব সময় লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটার ধৈর্য থাকত না তাঁর। তাই তিনি কখনো কখনো বিনা টিকিটে ভ্রমণ করতেন। হঠাৎ বোধোদয় হয়েছে এমদাদুলের। বিবেকের তাড়না থেকে তিনি নিজেই কমলাপুরে আসেন। হিসাব করে আগের ট্রেন ভ্রমণের সব টাকা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের হাতে বুঝিয়ে দেন।

ক. কীসের নিগড়ে সকলে বন্দি? ১

খ. প্রাবন্ধিক শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটিকে শ্রেষ্ঠ দিক কেন বলেছেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত এমদাদুল হকের বিবেকের তাড়নায় ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মূল উপজীব্যই যেন ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের মূল উপজীব্য— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯। সামাদ চৌধুরী উচ্চশিক্ষিত প্রকৌশলী হয়েও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে অল্পদিনেই প্রচুর বিত্ত বৈভবের মালিক হয়েছেন। লোভের ফলে তার আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে, তাই অনুভূতির জগতে ফতুর। ঘৃণা নেওয়া অন্যায় জেনেও পাপ কাজ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। চাই, চাই, আরও চাই— এই লোভ তাকে গ্রাস করেছে। তার কাছে জগতে টাকাই সব।

ক. মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই কোনটি? ১

খ. মানবজীবনকে দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে সামাদ চৌধুরীর মাঝে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে, ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সামাদ চৌধুরী শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যকে ধারণ করতে পেরেছেন কি? ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২০। ঢাকা পলাশী মার্কেটে শফিক ও কাদের দুজনই ফল বিক্রেতা। প্রায় দশ বছর ধরে তারা দুজনে এই কাজ করে আসছে। এর মধ্যে শফিক অধিক মুনাফা লাভের জন্য ফলে ফরমালিন, ইফলিন এবং রাসায়নিক রং মিশিয়ে ফলকে তাজা ও সতেজ করে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে বিক্রি করে। অপরদিকে কাদের রাসায়নিক কোনো কিছু না মেশানোর চেষ্টা করে। সে ভাবে, এই ফল তো ক্রেতার পরিবর্তে আমার ছেলেও খেতে পারে। তাই যা সীমিত লাভ হয় এতেই সে সন্তুষ্ট থাকে।

ক. ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধটি লেখকের কোন প্রবন্ধের অংশবিশেষ? ১

খ. লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের শফিকের মধ্যে শিক্ষার কোন দিকটি লক্ষ করা যায়? ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কাদের ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে বর্ণিত ‘ওপরের তলার বাসিন্দা’ হতে পেরেছে কি? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

২১। স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলার বিস্তীর্ণ জনপদে বানভাসি মানুষের হাহাকার। উজানের পাহাড়ি ঢল, প্রবল বৃষ্টির পানিতে ঘরবাড়ি, গবাদি পশু, পুকুরের মাছ সবই ভেসে গেছে, তার ওপর জীবনহানি। সব হারিয়ে মানুষ দিশেহারা। এই মহাদুর্যোগে মানুষ মানুষের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেনাবাহিনী, বিজিবি, কোস্টগার্ড, স্কাউট, রেডক্রিসেন্টের সদস্য, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ছাত্র-জনতা সকলেই আজ দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

ক. ‘লেফাফাদুরস্তি’ অর্থ কী? ১

খ. মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব নয়।— কেন? ২

গ. দুর্গত মানুষের জন্য বাঁপিয়ে পড়া ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের কোন দিকটির ইঙ্গিত দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতি ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের মূলভাবকে ধারণ করে কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

২২। স্বল্পশিক্ষিত শফিক চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পরপর ভীষণ বন্যা দেখা দিল। কোনো বরাদ্দের তোয়াক্কা না করে ফান্ড সংগ্রহ করে স্বউদ্যোগে অনাহারী মানুষের মাঝে খাবার বন্টন বিতরণ করেন এবং তার বাড়িতে অনেকগুলো বন্যার্তদের আশ্রয় দিলেন। কিন্তু একই এলাকার সাবেক চেয়ারম্যান একজন শিক্ষিত ও ধনী হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে সহযোগিতা না করে উল্টো বেশি দামে বিভিন্ন রকম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি করতে দেখা যায়।

ক. শিক্ষার মাধ্যমে কীসের স্বাধীনতা অর্জিত হয়? ১

খ. ‘অপ্রয়োজনীয় দিকই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দিক’— চরণ দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের ‘শফিক চেয়ারম্যানের কার্যক্রমে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের যে দিক প্রতিফলিত— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ‘লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়’— উদ্দীপক ও প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

২৩। স্তবক ১ : অর্থ এবং স্বার্থ যেন একই সুতোয় বাঁধা

ভোগ করিতে আমরা মানুষ নিত্য হচ্ছি গাধা।

স্তবক ২ : নামেই মানুষ জগৎ ভরা নীতির মানুষ কই?

সুযোগ পেলে সবাই খোঁজে উপরে ওঠার মই।

ক. শিক্ষার অন্যতম কাজ কী? ১

খ. লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয় কেন? ২

গ. স্তবক ১-এর ভাবার্থে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের যে দিকটি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “স্তবক ২-এর বিপরীত চেতনাই লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি।”— উক্তিটির সার্থকতা নিরূপণ কর। ৪

২৪। বর্তমান অস্থির সমাজব্যবস্থায় মানুষের শুধু চাই, চাই, আরো চাই। মানুষ তার চাওয়াগুলো পূরণের জন্য সব করতে প্রস্তুত। অথচ মানুষের অবৈধ সম্পদ তাকে না হাজার বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারে, না তাকে মহৎ করতে পারে। মানুষ অমরত্বের স্বাদ পেতে পারে কেবল মানবীয় গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমেই।

ক. শিক্ষার আসল কাজ কী? ১

খ. মানবজীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারে না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ রচনার যে দিকের আভাস দেওয়া হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক ও ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে আমাদের সামাজিক জীবন বিশ্লেষণ কর।

২৫। সুমন ও রাজন উচ্চশিক্ষা শেষ করে অনলাইনে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের ব্যবসায় শুরু করে। পণ্যের ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে সুমন বলে, ব্যবসায় তো দাঁড়িয়ে গেছে, চলো আমরা কিছু ভেজাল পণ্যও ক্রেতাদেরকে সরবরাহ করি। এতে আমাদের আরও বেশি লাভ হবে। রাজন সুমনের প্রস্তাবে রাজি না হয়ে বলে, ‘বেশি লাভের আশা নয়, পণ্যের গুণগত মান আর ক্রেতাসন্তুষ্টিই আমার মূল লক্ষ্য।’

ক. কোন চেষ্টাকে অভিনন্দনযোগ্য বলা হয়েছে? ১

খ. ‘অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড়’—কথাটি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের সুমনের মাঝে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের শিক্ষার কোন দিকটি অনুপস্থিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাজনের জীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পেরেছে কি? ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে যৌক্তিক মতামত দাও।

২৬। শিক্ষা মানুষের জীবিকা নির্বাহের পথ সৃষ্টি করে দেয়। কিন্তু সেটা তার আসল কাজ নয়। মানুষের মনে মূল্যবোধ সৃষ্টি করা অর্থাৎ সুন্দরভাবে, মহৎভাবে বাঁচার পন্থা সৃষ্টি করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষার দ্বারাই মানুষ চিন্তার স্বাধীনতা, মুক্তি ও বুদ্ধির স্বাধীনতা এবং আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা লাভ করতে পারে।

ক. শিক্ষার আসল কাজ কী? ১

খ. অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়— এ কথা বলার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকে ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের কোন দিকের বর্ণনা রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “কেবলমাত্র শিক্ষার দ্বারাই মানুষ চিন্তার স্বাধীনতা, মুক্তি ও বুদ্ধির স্বাধীনতা এবং আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা লাভ করতে পারে” — প্রবন্ধের আলোকে যুক্তিসহ উপস্থাপন কর। ৪

২৭। রাজিব পড়াশোনা শেষে বড় চাকরি পেয়েছে আর পাশাপাশি মনুষ্যত্ব অর্জন করেছে। সৎ ও অসৎভাবে উপার্জনের পার্থক্য বুঝেছে। কিন্তু ছোট ভাই আলম চাকরিতে গিয়ে শুধু অর্থের পেছনে ছুটেছে। অবৈধ উপায়ে অনেক সম্পদও করেছে। রাজিব সম্মান পায় আর আলমকে কখনো কেউ সম্মান করেনি।

ক. জ্ঞান পরিবেশন কীসের উপায়? ১

খ. ‘লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়’— কেন? ২

গ. আলমের মানসিকতায় ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “মনুষ্যত্ব অর্জনের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা”— মন্তব্যটি উদ্দীপক ও ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪